পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১২ | সংখ্যা: ১১৮

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

ডিসেম্বর ২০২২

# সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে দু:স্থ্য ব্যক্তিদেরকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

পদক্ষেপ তার স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যন্ত এলাকার অসহায় ও দরিদ্র জনগনের জন্য বিনামূল্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ জেলার বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে ১২০ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা এবং ২ শতাধিক রোগীকে চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা'সহ ৩০ জনকে বিনামূলে চোখের ছানী অপারেশন করা হয়েছে। উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডাঃ নাজমুল হাছান এর নেতৃত্বে দিনব্যাপি এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ও পিকেএসএফ এর অর্থায়নে বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়ানের হতদরিদ্র শিশু, মহিলা ও পুরুষ রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়।

কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন কুমার চক্রবর্তী। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, পদক্ষেপ বর্তমানে আর্থিক, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম'সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন মৌলভী-বাজার মাতারকাপন চক্ষু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। এতে সহযোগিতা করেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস এবং পদক্ষেপ এর স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির এমআইএস অফিসার, ইডিও ও এসডিও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে এধরনের ২টি চক্ষু ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন করা হয় যা এলাকার মানুষের কল্যাণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

# এএসপি প্রতিনিধিদের পদক্ষেপ এর এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের রাজশাহী ক্লিনিক্যাল সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি) এর প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর এসটিআই এবং এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের রাজশাহী ক্লিনিক্যাল সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে এএসপি প্রতিনিধিদের মধ্যে এইডস/এসডি প্রোগ্রাম (এএসপি) এর পরিচালক ডাঃ শাহ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল আমিন আকন্দ, সহকারী পরিচালক ডাঃ মোঃ হারুর অর রশিদ, সিনিয়র ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন) মোঃ আখতারুজ্জামান এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এসময় রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আগত অতিথিদের প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে এবং সার্ভিস ডেলিভারি চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংক্ষেপে ব্রিফিং প্রদান করেন প্রকল্পের টিম লিডার সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আলোচনা শেষে অতিথিবৃন্দ রাজশাহী বক্ষব্যধি হাসপাতালে অবস্থিত পদক্ষেপ এর এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস প্রকল্পের ক্লিনিক্যাল সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে সেন্টারের সকল স্টাফদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রকল্পের সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্পের ক্লিনিক্যাল সার্ভিস সেন্টার ও চলমান কার্যক্রম পরিদর্শণ শেষে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# বিশ্ব এইডস দিবসে পদক্ষেপ এর অংশগ্রহণ

“অসমতা দূর করি, এইডস মুক্ত বিশ্ব গড়ি” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দিবসটি পালন করার জন্য দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জাহিদ মালেক এর উপস্থিতিতে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। দেশব্যাপি এইডস দিবস পালনে এএসপি এর সাথে পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিশ্ব এইডস দিবসের কার্যক্রম প্রচার উপলক্ষ্যে পদক্ষেপ এর লোগো সম্বলিত ৩০০০টি পোস্টার দেশব্যাপী বন্টনের জন্য এইডস/এসডি প্রোগ্রাম (এএসপি) এর কর্মকর্তার নিকট পদক্ষেপ হস্তান্তর করা হয়।

দিনের শুরুতেই বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সরকারী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) সৈয়দ মজিবুল হক এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর টিবি-এল ও এএসপি ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন এর সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ আখতারুজ্জামান, পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক, আনিস হোসাইন চৌধুরী, উপপরিচালক কামরুল ইসলাম মারুফ’সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালী শেষে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিবছরের মতো এবারও দেশের এইচআইভি/এইডসের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ৯৪৭ জন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা ১২৮ জন। বাকি ৮১৯ জন এ দেশের নাগরিক। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে ফেরত আসা শ্রমিকদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর আগে তাঁদের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়। বিদেশ থেকে দেশে আসার সময়ও তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রাজেন্দ্র বোহরা বলেন, বৈশ্বিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণ কমেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সংক্রমণের হার ০.০১ শতাংশের নিচে। এটা ভালো লক্ষণ। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যে এইডস/এসটিডি কর্মসূচির পরিচালক মোঃ খুরশিদ আলম বলেন, দেশে আনুমানিক এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ১৪ হাজার ৫১৩। এর ৬৭ শতাংশকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ চিকিৎসার আওতায় আছেন। যাঁরা চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাঁদের ৯০ শতাংশের শরীরের ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আছে। এইচআইভি বা এইডস পরীক্ষাসহ চিকিৎসার সব খরচ সরকার বিনামূল্যে প্রদান করছে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তারা বলেন, ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে এইচআইভি পরীক্ষা করা গেলে বেশি মানুষকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। তাঁরা আরও বলেন, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের জাতীয় কর্মসূচির আওতায় রাখা কিছুটা চ্যালেঞ্জের। জাতীয় এইডস/এসডিটি কর্মসূচি থেকে গৃহীত নতুন কিছু কার্যক্রমের কথা অনুষ্ঠানে জানানো হয়। এর মধ্যে কারাগারে হাতে নেওয়া ১০টি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

এইডস রোগের ক্ষেত্রে দেশে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে এখন এইডস পরীক্ষা করা হচ্ছে। এইডস আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা প্রদান করা হলে প্রসূত শিশুর এইডস আক্রান্তের হার ৮৫ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব। রক্তদান কার্যক্রমে এইডস পরীক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি’সহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এইডস দিবসে বিভিন্ন স্টল স্থাপনের মাধ্যমে আগত অতিথিদের এইডস সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতা প্রদান করা হয়। এতে পদক্ষেপ এর একটি স্টল স্থাপনের মাধ্যমে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি এইডস সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি প্রদর্শণ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্টল পরিদর্শন করেন এবং পদক্ষেপ এর স্টল পরিচালনা ও কার্যক্রম নিয়ে ভূয়সী প্রসংশা করেন। কুইজ প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরুস্কার বিতরণের মাধ্যমে দিনব্যাপি এই দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। পদক্ষেপ এর স্টল থেকে ১০০ জন প্রতিযোগীকে পুরুস্কার প্রদান করা হয়।

# মহান বিজয় দিবসে পদক্ষেপ এর অংশগ্রহণ

১৬ ডিসেম্বর বীর বাঙালির মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তি। বাঙালির যুদ্ধজয়ের আনন্দের এবং আত্মপরিচয় লাভের দিন। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন। দিনটি উদযাপন উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে জাতি। এ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি) ও পদক্ষেপ যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় র‍্যালী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনে এফএনবি ও পদক্ষেপ এর ঢাকা জোনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# পিকেএসএফ প্রতিনিধির আরএমটিপি প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এর অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপপ্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ এর আরএমটিপি প্রকল্পের ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার ও পদক্ষেপ এর উক্ত প্রকল্পের কনসার্ন পারসন শেখ নজরুল ইসলাম প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মো: লেমন মিয়া, সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর চিন্ময় মন্ডল, সুব্রত হালদার ও নাহিদ হাসান। গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কিছু সদস্যের বাড়ী ও তাদের পুকুরে মাছ চাষ এবং সদস্যদের বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ও স্থানীয় মাছের আড়ৎ পরিদর্শন করে তাদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় একটি মাত্র আড়ৎ আছে যেখানে শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছ কেনাবেচা হয়। আরএমটিপি প্রকল্পের অনুপ্রেরণায় উক্ত আড়ৎদারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ কেনাবেচার সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে স্থানীয় মৎস্যচাষীদের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায়।

পরে পিকেএসএফ প্রতিনিধি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের তরুণ উদ্যোক্তা তানজির এগ্রো লিমিটেড ও তারিকুল এন্টারপ্রাইজের 'রেডি টু কুক' ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট পরিদর্শন করে বলেন, এটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং অন্য তরুণদেরকে এ পেশায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে পদক্ষেপ কর্তৃক ২ জন আগ্রহী তরুণ উদ্যোক্তাকে এ কাজে নির্বাচিত করে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। আরএমটিপি প্রকল্পের একটি বিশেষ উদ্যোগ হলো মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাধ্যমে মাছ প্রসেসিং করে প্যাকেটজাতের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর বিশেষ সুবিধা হলো ভোক্তার নিকট মাছ এমনভাবে পৌঁছাবে যাতে করে সে প্যাকেট থেকে খুলেই রান্না করতে পারবেন। উক্ত এন্টারপ্রাইজ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত লঞ্চঘাট এলাকায় প্রচুর দর্শনার্থীর আগমন ঘটে যেখানে স্থানীয় জেলেরা তাদের নৌকায় ভ্রমনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। একইসাথে দর্শনার্থীদের এই আনন্দকে আরও সমৃদ্ধ করতে প্রকল্পের মাধ্যমে নৌকাগুলোকে উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ রয়েছে যা পরিকল্পনায় রাখা হয়। পিকেএসএফ কর্মকর্তা প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শন ছাড়াও স্টাফদেরকে প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশেষ করে সদস্য অন্তর্ভুক্তি ও প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন'সহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার তাগিদ দেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

# পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের বাজার ব্যবস্থাপনার উপর লিঙ্কেজ কর্মশালা

গত ২০ ডিসেম্বর রংপুর সদরে এবং ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে দিনাজপুরে বাজার ব্যবস্থাপনার উপর ২টি লিঙ্কেজ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য ইনপুট সেলার, বায়ার ও রিটেইলারদের সাথে 'মার্কেট লিঙ্কেজ' কর্মশালা ২টি'র আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে হাতের নাগালে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য সহজে বিক্রয় ও বাজারজাত করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইনপুট সেলাররা বলেন, হস্তশিল্পের পণ্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল বা উপকরণ প্রয়োজন হবে সেগুলো তারা সুলভ বা পাইকারী মূল্যে হ্যান্ডিক্রাফট সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরবরাহ করবে। পাশাপাশি বায়াররা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত মানসম্মত পণ্য এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বায়ারদের সরবরাহকৃত ডিজাইন মোতাবেক পণ্য তৈরি করে তাহলে সেগুলো বাজার মূল্যে ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এধরণের সভার আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে বক্তারা বলেন, অনেক উদ্যোক্তা রয়েছে যারা কোথায় গেলে ন্যায্য মূল্যে কাচাঁমাল বা উপকরণ পাবে এবং তাদের পণ্য কোথায় বিক্রয় করবে সে সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। তাদের এসব সমস্যা দূর করার জন্য এধরনের কর্মশালা অত্যন্ত জরুরী। বক্তারা অংশগ্রহণকারী সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে বিসিকের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান এবং নিয়ম মেনে বিসিকের সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান। ২০ ডিসেম্বর রংপুরের কর্মশালায় রংপুর বিসিক এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট অফিসার মোঃ রেজাউল ইসলাম এবং ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে দিনাজপুরের কর্মশালায় দিনাজপুর বিসিক এর উপমহাব্যবস্থাপক আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কর্মশালায় পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোন ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# সমৃদ্ধি কর্মসূচির সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন সমন্বয় সভা

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন সমন্বয় সভা" এর আয়োজন করা হয়। সভাটি উদ্বোধন করেন দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান স্বপন কুমার চক্রবর্তী । উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন, পদক্ষেপ বর্তমানে আর্থিক, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম'সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যবৃন্দ ও পদক্ষেপ এর দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের সমন্বয়কারী জয়কুমার সরকার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস প্রমুখ। সভায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিগত ৬ মাসের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সেবার অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরেন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর।

# প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অগ্নি দূর্ঘটনা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও শ্রমিকদেরকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলে সুস্থ্য, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) এ প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুরুতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এবং পরবর্তীতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকার মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সের সহকারী প্রশিক্ষক মো: শরিফুল ইসলাম ও ফায়ার ফাইটার সিফাতউল্লাহ। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্যের পর প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন সহকারী পরিচালক ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা জানতে পারেন, কিভাবে আগুনের সঠিক ব্যবহার করা যায়, আগুনের উপাদানগুলো কি কি, আগুনের শ্রেনিবিন্যাস, অগ্নি নির্বাপকের নীতি, অগ্নি নির্বাপকের পদ্ধতি, কোথাও আগুন লাগলে কি করণীয়, আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে এবং কিভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়, কিভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকা যায়, কর্মস্থলে হঠাৎ অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটলে কিভাবে হাতের কাছে থাকা উপকরণ ব্যবহার করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফায়ার এক্সটিংগুইশার/অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের নিয়ম, বালি ও পানি ব্যবহার করে কিভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পিআইডিএম অফিসের সামনে একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপক কৌশল প্রদর্শন করেন এবং উদ্যোক্তারা তা বাস্তবে অনুশীলন করেন। প্রশিক্ষণটিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার, পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর, একাউন্টস প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অসতর্কতা অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ। তাই আসুন নিজেরা সচেতন হই এবং অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি হ্রাস করি। এই আহবান জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

# নারায়নগঞ্জ এরিয়া ও ভূলতা ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি মাসে নারায়নগঞ্জ এরিয়া এবং ভূলতা ব্রাঞ্চের অফিস স্থাপন করা হয়েছে। অফিসের ঠিকানা হচ্ছে, শাহানাজ ভবন (তয় তলা), গ্রাম ঃ নাহাটি, ডাকঘর ঃ ভূলতা, উপজেলা ঃ রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

# প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য পরামর্শ সভা

পদক্ষেপ এর প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় গত ৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পদক্ষেপ পিআইডিএম-এ পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ম্যানেজার ও পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক আয়শা সিদ্দীকা এর সভাপতিত্বে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রাপ্তির নিয়মাবলী বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবহিত করার লক্ষ্যে পরামর্শ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক (প্রশাসন) এর মো: ইউসুফ আলী। তিনি পরিবেশ ছাড়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবগত করেন। একই সাথে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য সরকারি সকল প্রক্রিয়া ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরিবেশগত চর্চা বৃদ্ধির জন্য সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর, টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার, একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

# পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"। গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ দুটিতে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষাথে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের উক্ত প্রশিক্ষণটি প্রদান করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মোঃ মাজেদুল হক। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণে টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

# দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হাওরসমৃদ্ধ ভাটি অঞ্চলের ভূমিকা অপরিসীম। তবুও নানা সমস্যায় জর্জরিত হাওরবাসী। পদক্ষেপ দেশের হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অতিদরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্পটি ২০২০ সাল থেকে পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমীরিগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অতিদরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০২২ মাসে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা।

আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অষ্টগ্রাম উপপ্রকল্প ইউনিটের আদমপুর ইউনিয়নে ২ জন প্রাগ্রসর অতিদরিদ্র সদস্যকে উচ্চমূল্যের নিরাপদ সবজি চাষের জন্য এবং অগ্রসরমান অতি দরিদ্র ২ জন সদস্যকে বসতবাড়িতে ড্রিপ্তর বিশিষ্ট সবজি চাষের জন্য মোট ৪ জনকে বীজ প্রদান, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ'সহ সদস্যদের শীতকালীন সবজি চাষ, জমির পরিচর্যা, রোগ ও পোকামাকড়, ফসলের মৌসুম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। অপরদিকে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নে ছাগল পালনের জন্য ২ জন অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্যকে ৮টি এবং ২ জন প্রাগ্রসর সদস্যকে ১২টি করে মোট ২০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সদস্যদের ছাগলের বাসস্থান, মাঁচা তৈরি এবং ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিকলি উপপ্রকল্প ইউনিটের দামপাড়া ইউনিয়নের ৩ জন অগ্রসরমান ও ছাতিরচর ইউনিয়নের ৪ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্য'সহ মোট ৭ জনকে ১০০টি ডিম পাড়া হাঁস ও হাঁসের খাবার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি হাঁসের ঘর তৈরি, প্রাথমিক পরিচর্যা ও হাসের খাবার নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলার এরিয়া কোঅর্ডিনেটর মোঃ কামরুজ্জামান, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা (জীবিকায়ন) মোঃ নাযমুল হক, মোঃ আবু সাইদ ও অসিথ কীর্তনিয়া, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) নিকাস চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিকলি উপপ্রকল্প ইউনিটের ছাতিরচর ইউনিয়নে অতি দরিদ্র সিবিও সদস্য পরিবারের মাঝে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ভ্যানগাড়ি'সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মেম্বার'সহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিকলি উপপ্রকল্প ইউনিটের দামপাড়া পূর্ব বড়কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কৃষিজ বিষয়ক ফসল চাষ ভিত্তিক "উচ্চ মূল্যে নিরাপদ সবজি চাষ" এর উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শীতকালীন সবজি চাষ বিষয়ে আলচনা করা হয়। পিপিইপিপি প্রকল্পের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ছাতিরচর ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ সদস্যকে নিয়ে ২ দিনব্যাপী প্রাণী সম্পদভিত্তিক ছাগল পালনের উপর দক্ষতা ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন নিকলী উপজেলার ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ একে এম তানজিম নাঈম। তিনি সদস্যদেরকে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে খাদ্য, বাসস্থান, নিয়মিত টিকা প্রদান, দানাদার খাদ্যের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাঠ দিবস এর আওতায় গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিকলি উপপ্রকল্প ইউনিটের কারপাশা ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবারের ৮০ জন সদস্যকে নিয়ে ফসল চাষ সম্পর্কিত মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন'সহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। মাঠ দিবসে সফল কৃষাণী এবং চাষীদের ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন কলা কৌশল ও আগাম ফসল উৎপাদন করে উঁচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়াও গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নিকলী সদর ইউনিয়নে পাঁচরুখী গ্রামে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র পরিবারের ৮০ জন সদস্যের অংশগ্রহণে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে সফল খামারিদের সফলতার গল্প তুলে ধরা হয় এবং কিভাবে তারা খামার থেকে লাভবান হচ্ছে সে বিষয়গুলি সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়। মাঠ দিবসে নিকলী এরিয়া কোঅর্ডিনেটর'সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনতামূলক সভার আওতায় প্রকল্পের অষ্টগ্রাম উপপ্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাঙালপাড়া ইউনিয়নের নাজিরপুর পিভিসি'র সদস্যদের মাঝে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক "আলোর পথে সহযাত্রী" সভার আয়োজন করা হয়। সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ১৫ জন কিশোর (১০ থেকে ১৯ বছর) এবং ১৫ জন পুরুষ। সভায় পরিবারে নারীর কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর ফলে পরিবারে কিশোর ও পুরুষদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা'সহ পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে ও পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

অপরদিকে বাঙালপাড়া ইউনিয়নের উসমানপুরে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে "মা ও শিশু ফোরামের সদস্য এবং অভিভাবকদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভা" এর আয়োজন করা হয়। এ সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় সর্বমোট ৩৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ২৮ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ। সভায় জেন্ডার বৈষম্যের কারনে অপুষ্টি, গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয়, নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, ছেলে মেয়েকে পরিবারে সমানভাবে দেখা ও যত্ন নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সভার মাধ্যমে পরিবারে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে, কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, গৃহস্থালির কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া গত ১৮ ও ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে "দম্পতি ফোরাম" এর ২টি মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। অষ্টগ্রামে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় পূর্বঅষ্টগ্রাম ইউনিয়নের কবিরখান্দান ও কারপাশা ইউনিয়নের কাশফুল প্রসপারিটি দম্পতি ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। সভায় ১২ জন নারী ও ১২ জন পুরুষ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জেন্ডার বৈষম্যের কারনে অপুষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভার মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে ছিলো, পরিবারে নারীর পুষ্টি সেবা নিশ্চতকরণ, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, পরিবারে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় সমান অধিকার প্রদান, গৃহস্থালির কাজে পুরুষদের অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। সভাগুলোতে উক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) নিকাশ চন্দ্র সরকার এবং সিএন ও এইসপি কর্মকর্তা মমতাজ বেগম ও রতিবালা দাস।

## খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শেফদের প্রশিক্ষণ

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস উপ প্রকল্পের রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার কর্মএলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে হোটেল ব্যবসায়ীদের সাথে ১ দিনের "ট্রেনিং অব চীফ শেফ অন ফুড প্রসেসিং এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটিতে রংপুর পর্যটন মোটেলের প্রধান শেফ মো: মোখলেছুর রহমান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণটিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রান্না ঘরের স্বাস্থ্যবিধি মূলত ৩ ধাপে বজায় রাখা প্রয়োজন। এগুলো হলো কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি, ব্যক্তিগত ও খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না করা, খাবারের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা, রন্নাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করা, খাবারের মেন্যু তৈরি, রান্নাঘরের উপকরণ ব্যবস্থাপনা, খাবার পরিবেশনকারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা'সহ পারফেক্ট রান্নার কিছু টিপস প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, কেবল সুস্বাদু হলেই তাকে ভালো রান্না বা ভালো খাবার বলা যায় না, পুষ্টিমানটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং পুষ্টিকর ও সুস্বাদু রান্নাই হলো প্রকৃত রান্না।

সেশনের ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের রেসিপি'র কলাকৌশল, খাবার পরিবেশনের উপর কিভাবে ভালো দক্ষতা বাড়ানো যায়, মশলা ও উপাদান সম্পর্কে এবং খাবারের পুষ্টি নিয়ে ভালো জ্ঞান রাখা, কম সময়ে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কিভাবে ভালো খাবার রান্না করার দক্ষতা বাড়ানো যায়, নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করার দক্ষতা থাকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ছুরি ধরার ও কাটিং এর কৌশল, পরিবেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাবার সংরক্ষণের নিয়ম এবং প্রশিক্ষিণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কিভাবে রান্না করবেন সেটি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হাতে কলমে প্র্যাকটিস করেন। উক্ত প্রশিক্ষণটিতে সার্বিক সহায়তা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় এবং ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। প্রশিক্ষণটিতে নিরাপদ খাবার নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

## পদক্ষেপ এর লীপ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাদের থাইল্যান্ড ভ্রমণ

পদক্ষেপ লাইফ এনহান্সম্যান্ট অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (লীপ) এর আওতায় ২০২১ সালে সিঙ্গার এর পণ্য বিক্রয়ের বিপরীতে সিঙ্গার বাংলাদেশ পদক্ষেপ এর মোট ১৫ জন কর্মকর্তাকে থাইল্যান্ড ভ্রমণে নিয়ে যায়। গত ১০ হতে ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কর্মকর্তারা থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি এবং প্রোগাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মহোদয়'সহ প্রধান কার্যালয়ের ৩ জন কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের ৭ জন কর্মকর্তা এ ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন।

## পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের উদ্যোক্তা লার্নিং ভিজিট

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের ১০ জন উদ্যোক্তা লার্নিং ভিজিট এর জন্য লক্ষ্মীপুর জেলায় সোপিরেট সংস্থার হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের উদ্যোক্তার পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প পরিদর্শন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন। উক্ত সফরে প্রকল্প ব্যবস্থাপক, টেকনিক্যাল অফিসার ও মার্কেটিং অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

লার্নিং ভিজিট ফর বেটার প্র্যাকটিসকে কার্যকরভাবে সফল করার জন্য সোপিরেট সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও সকল কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। উদ্যোক্তাদের হোগলা পাতা দিয়ে রশি তৈরির প্রক্রিয়া ও হোগলা পাতার বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়াও নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে বৈচিত্র্যময় পণ্য এবং নারিকেলের ভার্জিন ওয়েল তৈরি ও সুপারির খোল দিয়ে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। তারা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কাচাঁমালের সহজ প্রাপ্যতা এবং তৈরিকৃত পণ্য বাজারজাতকরণ ও পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের সম্মুখ ধারণা অর্জন করেন এবং বলেন, তাদের জন্য এই পরিদর্শন বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদ্যোক্তাগণ উক্ত পণ্যগুলো তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণের আশা ব্যক্ত করেন এবং তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পিকেএসএফ এবং পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান ও প্রশংসা করেন।

## কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে সম্প্রতি খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কাজের উপর ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার কর্মএলাকার উদ্যোক্তাদের নিয়ে রংপুরে পদক্ষেপ এর হস্তশিল্প ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রংপুর জেলার খাদ্য অফিসার মোঃ লেয়াকত হোসেন। তিনি দেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, ভেজাল খাবার গ্রহণের ফলে বর্তমানে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। তাই খাদ্যকে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে মানসম্মত উপায়ে তৈরি করা যায় ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সরবরাহ, মজুদ, পরিবেশন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। প্রশিক্ষণে মানসম্মত খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করা এবং সকলকে সচেতন ও আন্তরিক হয়ে একসাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

# পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের ট্রেনিং অন অনলাইন মার্কেটিং প্রশিক্ষণ

গত ২১ এবং ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুর ও দিনাজপুরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের "ট্রেনিং অন অনলাইন মার্কেটিং" এর উপর ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটিতে রির্সোস পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম ইনডিসপ্রো এর সিইও তৌফিকুল আরাফাত, দারাজ এর কার্যনির্বাহী মোঃ মাজেদুল ইসলাম এবং হস্তশিল্প প্রজেক্টের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের হাতে কলমে এবং ডেমো হিসেবে একাউন্ট খোলা, পোস্ট দেয়া, লোগো ইত্যাদি শিখিয়ে দেন। প্রশিক্ষণে দারাজ প্রতিনিধি উদ্যোক্তাদেরকে অনলাইনে মার্কেটিং এবং দারাজে সেলার হিসেবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি দারাজে সেলার হিসেবে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য দারাজের শর্তাবলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাপনী অধিবেশনে প্রকল্পের মার্কেটিং অফিসার মোঃ মাকসুদুর রহমান উপস্থিত সকল উদ্যোক্তাদেরকে টেকসই উন্নয়নের জন্য 'পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসারে' পণ্য বিপননের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবেশগত সর্বিক সাহায্য সহযোগিতায় পদক্ষেপ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান।

# সমৃদ্ধি কর্মসূচির সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ তার সামাজিক সেবা কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র জনগনের কল্যাণে বিনামূল্যে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ জেলার বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটিতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৪ ব্যাচে ১০০ জন যুবক যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে ও পিকেএসএফ এর অর্থায়নে বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের 'সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে' উক্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

# ডিসেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৫৯ জন

ডিসেম্বর ২০২২ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে পদোন্নতির জন্য প্যানেলভুক্ত ১০৩ জন কর্মীকে 'ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়ে এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের ০১ জনকে, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোজেক্টে ০৮ জনকে, এইডস/এসটিভি (এএসপি) প্রোগ্রামে ৩৬ জনকে ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত অফিস সহকারী, ফটোকপি মেশিন অপারেটর ও ড্রাইভার পদে ০৯ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহি: সংস্থা পিকেএসএফ কর্তৃক ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও ১ জন এরিয়া ম্যানেজারকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

# পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৮০৪ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৪টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৮০৪ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা ও ১২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

# এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৪৪১টি

ডিসেম্বর ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৪৪১ জন গ্রাহককে ২.২০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৭,০৪৬ জন গ্রাহককে ৫০২.০৮ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

# এ মাসে ১৩৮ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

ডিসেম্বর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম পদে ১৩৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে রংপুর জোনে ৫ জন, ফরিদপুর জোনে ৯ জন, কিশোরগঞ্জ জোনে ৭ জন, কুমিল্লা জোনে ৫৪ জন, বি-বাড়িয়া জোনে ৪৯ জন, বরিশাল জোনে ৫ জন, ভোলা জোনে ৬ জন ও পটুয়াখালী জোনে ৩ জন।

# কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৪১ জন কর্মীকে ১৭,৫১,৫৬৭/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪১ জন কর্মীকে ১,১৫,৬৪৬/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৬০ জনকে ১৭,১৬,১৪৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১৩ জনকে ২,১৭,১০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org